



মূল্য সংযোজন কর (মুসক/ভ্যাট) প্রদানে
সম্মানিত করদাতাগণকে উল্লঙ্ঘ করা এবং
মুসক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক
উন্নত সেবাদানের প্রত্যয়ে

তথ্য বর্ণিকা



কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা



তথ্য কণিকা

প্রধান উপদেষ্টা

ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কমিশনার

উপদেষ্টা

মোঃ শওকাত হোসেন
অতিরিক্ত কমিশনার

সম্পাদনা ও সংকলন

মোঃ বশীর আহমেদ
দৃগ কমিশনার

সম্পাদনা সহযোগী

সাইদুল আলম
সহকারী কমিশনার

মোঃ আজহারুল ইসলাম

মুদ্রণ

ক্রিয়েটিভ ভিশন

কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা



ভূমিকা :

সম্মানিত করদাতাগণ কর্তৃক যথাযথ মূল্য সংযোজন করে মুসক (ভ্যাট) প্রদান ও মুসক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উন্নত সেবা দানের প্রত্যয়ে অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ১০ জুলাই ২০১৫ জাতীয় মুসক দিবস ও ১০-১৪ জুলাই ২০১৫ মুসক সপ্তাহ পালনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় মুসক দিবস ও মুসক সপ্তাহের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য করদাতাগণ ও মুসক কর্মকর্তাগণ উভয় শৃঙ্খলাই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। জাতীয় মুসক দিবস ও মুসক সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে একদিকে সম্মানিত করদাতাগণ যথাযথ মুসক প্রদান করবেন, মুসক দাখিলাদি সংরক্ষণ করবেন, নিয়মিত মুসক দাখিলপত্র প্রদান করবেন এবং একটি উন্নত ও ডিজিটাল কর সংস্কৃতি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন, অপরদিকে মুসক কর্মকর্তাগণ সম্মানিত করদাতাগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করবেন, কর্মদক্ষতাকে শাণিত করবেন, সর্বোপরি একটি উন্নত, ডিজিটাল ও ব্যবসাবান্ধব কর সংস্কৃতি বাস্তবায়নে প্রত্যঙ্গী হবেন। এ উপলক্ষে সর্বসাধারণের কাছে মূল্য সংযোজন কর (মুসক) ব্যবস্থাকে সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে ভুলে ধরা হয় :

বাংলাদেশের মুসক ব্যবস্থা

১। মূল্য সংযোজন কর (মুসক) কি?

মূল্য সংযোজন কর বা মুসক (VAT) একটি পত্রোফ কর, যা ভোক্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। বাংলাদেশে ভোগকৃত পণ্য বা সেবা মূল্যের উপর ১৫% হারে এ কর আরোপিত। মুসক আইন বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা ব্যতীত বাংলাদেশে উৎপাদিত, সরবরাহকৃত বা আমদানীকৃত সকল পণ্য ও বাংলাদেশে প্রদত্ত সকল সেবার উপর মুসক প্রযোজ্য। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ মুসক আদায় করে থাকেন। গুদাম স্টেশনে গুদাম-করা দি আদায়কালে আমদানি পণ্য খালারের আপেই আমদানিকারকের নিকট থেকে এ মুসক আদায় করা হয়।

মুসক একটি স্ব-নির্ধারণী কর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় নিবন্ধিত করদাতাগণ নিজেরাই তাদের প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক তা ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেন এবং তার লেনদেনের সংক্ষিপ্ত মাসিক বিবরণ দাখিলপত্রে (মুসক-১৯) উল্লেখপূর্বক এবং ট্রেজারি চালানোর কপিসহ তা প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে স্থানীয় মুসক কার্যালয়ে দাখিল করেন।

২। চূড়ান্ত ভোক্তাই মুসক পরিশোধ করেন বা মুসক এর ভার বহন করেন

নিবন্ধিত করদাতা তার পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে মুসক পরিশোধ করেন। পণ্যের উৎপাদন থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যখনই পণ্যের হাত বদল হয়, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসক পরিশোধযোগ্য। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও তাই। যে ক্ষেত্রে কর রেয়াত গ্রহণ করা যায়, করদাতা প্রদেয় মুসক থেকে তার সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয় বা আমদানির ক্ষেত্রে যে মুসক পরিশোধ করেছেন তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মুসক সরকারের ট্রেজারীতে জমা করেন।

একজন নিবন্ধিত ব্যক্তির পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর যে পরিমাণ মুসক প্রদেয় হয় তাকে বলা হয় উৎপাদ কর (output tax)। আর তিনি তার পণ্য বা সেবা তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয়ের প্রাক্কালে যে মুসক দিয়ে এসেছেন তাকে বলা হয় উপকরণ কর (input tax)। এ দুটি পার্থক্যের সম পরিমাণ অর্থ নীট মুসক হিসেবে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত হয়। প্রতিটি স্তরে, এই পরিমাণ মুসকই সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয় আর ভোক্তাই করের এ ভার বহন করে থাকেন।

৩। মুসক এর হার ও পরিধি

বাংলাদেশে মুসক এর হার হচ্ছে ১৫%। কোনো পণ্য বা সেবা সুনির্দিষ্টভাবে মুসক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলে, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রিত সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে এ হারে মুসক প্রযোজ্য। রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবা বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য পণ্য বা বিদেশগামী যানবাহনে ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে শূন্য হার প্রযোজ্য।

৪। সম্পূরক শুদ্ধ

সাধারণত বিলাস প্রবণ ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্য বা সেবার উপর সম্পূরক শুদ্ধ আরোপিত। মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি মূসক পণ্যের সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুদ্ধও পর্ণনা করে থাকেন এবং মূসক জমা দেয়ার সময় ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সম্পূরক শুদ্ধ ভিন্ন হিসাব খাতে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন। চলতি হিসাব ও মূসক মাখিলপত্রে সম্পূরক শুদ্ধের হিসাব রাখা হয়।

৫। টার্নওভার কর

টার্নওভার বলতে কোনো ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট সময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মোট অর্ধেক বোঝানো হয়। প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্য বা সেবা ব্যতীত যে সকল করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৮০ লক্ষ টাকা তাদের ক্ষেত্রে মূসক নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। সে সকল প্রতিষ্ঠানকে টার্নওভার কর এ তালিকাভুক্ত হতে হয় এবং নির্ধারিত বার্ষিক টার্নওভারের উপর ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে হয়।

৬। নিবন্ধন

১) নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধানাবলী :

ক) একজন করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার আশি লক্ষ টাকার অধিক হলে তাকে মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হয়। মূল্য সংযোজন কর, আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিলে করযোগ্য নয় এমন পণ্যের এবং দ্বিতীয় তফসিলে করযোগ্য নয় এমন সেবার তালিকা রয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সকল প্রকার জীবন্ত প্রাণি, মাছ, মাংস প্রাথমিক ও কৃষিজ পণ্য (মোড়ক বা জিনজাত ব্যতীত) মূল্য সংযোজন কর থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীন পণ্য যেমন- মদ, স্পিরিট, এ্যাকোহোল ইত্যাদি উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন করের আওতা বহির্ভূত। সেবার ক্ষেত্রে জীবন ধারণের জন্য মৌলিক সেবা, (যেমন- কৃষি জমি প্রস্তুতকারী, সেচ প্রদানকারী, পোষ্যমাকড় ও বাগাইনামকরী, শাক-সবজি, মোড়কাদক্করণ কৃষি বীজ বিতরণকারী, মৎস্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) সমাজ কল্যাণমূলক সেবা, সংস্কৃতি বিশিষ্ট সেবা, ব্যক্তিগত সেবা (যেমন- সাংবাদিক, অভিনেতা, গায়ক, লেখক, ক্রীড়াবিদ, নিকাহ রেজিস্ট্রার, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ইত্যাদি), সকল প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, জনস্বার্থে প্রদত্ত সকল প্রকার দাতব্য ও বৈজ্ঞানিক সেবা কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত।

এছাড়া, সরকার অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন সময়ে আমদানি বা উৎপাদন পর্যায়ে অথবা আমদানি, উৎপাদন ও সেবা প্রদান পর্যায়ে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এমন পণ্য বা সেবাও মূল্য সংযোজন কর এর আওতা বহির্ভূত। অব্যাহতি প্রাপ্ত সকল পণ্য বা সেবা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে নিকটস্থ মূসক কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

খ) কোন পণ্য বা সেবা করযোগ্য না হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধন গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে, কোন প্রতিষ্ঠান চাইলে স্বেচ্ছা নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে। আবার তিনি যদি করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেন তাহলে নিশ্চিত হতে হবে তার বছরে টার্নওভার বা মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৮০ লক্ষ টাকার বেশি কী-না। যদি তা না হয়, সে ক্ষেত্রেও তার নিবন্ধন নেয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে, তাকে টার্নওভার কর এ তালিকাভুক্ত হতে হবে অথবা এ ক্ষেত্রেও তিনি ইচ্ছা করলে স্বেচ্ছা নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বছরের যে কোন সময়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য ৪০ লক্ষ টাকার কম ও বার্ষিক টার্নওভার ৬০ লক্ষ টাকার কম হলে এবং প্রতিষ্ঠানটি লিমিটেড কোম্পানি না হলে সে প্রতিষ্ঠানকে মূসক এর আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে না। তবে এমন প্রতিষ্ঠানকে বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে কুটির শিল্প সুবিধা আওতায় তালিকাভুক্ত হতে হবে। উল্লেখ্য, কুটির শিল্পের উপর বর্তমানে কোন কর প্রযোজ্য নেই। তবে, প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কতিপয় প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পের বা টার্নওভার করের সুবিধা পাবে না।

গ) মূসক নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরম মূসক-৬ এর সাথে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি, যেমন : পাসপোর্ট সাইজের ০২ কপি ছবি, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সনদপত্র, ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র, আমদানি নিবন্ধনপত্র (আমদানির ক্ষেত্রে), রপ্তানি নিবন্ধনপত্র (রপ্তানির ক্ষেত্রে), মূসক-৭, প্রতিষ্ঠানের লে-আউট প্ল্যান,

অবদ/অধির নবিল/অভূত চুক্তিপত্রের কপি, লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেণ্ডাম অব আর্টিক্যাল ও আর্টিক্যাল অব এসোসিয়েশনের কপি ও কোটার আইডি কার্ডের কপিসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা (মুসক) এর নিকট আবেদন করতে হয়। আবেদন গ্রহণের দুই কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা ১১ ডিগ্রি বিশিষ্ট মুসক নিবন্ধন নথরসহ একটি নিবন্ধনপত্র (মুসক- ৮) ইস্যু করে থাকেন। এ নিবন্ধনপত্র দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে ব্যবসা অঙ্গনে প্রদর্শন করতে হয়। নিবন্ধন গ্রহণের জন্য কোন চার্জ বা ফি পরিশোধ করতে হয় না।

ঘ) সাধারণত যে কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যবসা অঙ্গনের জন্য পৃথক মুসক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দু'টি ফ্যাক্টরি ও একটি হোটেল থাকে, তবে তাকে তিনটি মুসক নিবন্ধন নিতে হবে। তবে যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হতে করযোগ্য পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা আমদানি বা রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং সকল হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে একত্রে সংরক্ষণ করেন তাহলে তিনি যেভাবে বিধি দ্বারা এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হতে পারবেন।

ঙ) সরকার অথবা আত্মীয় রাজস্ব বোর্ড কোনো বিশেষ ধরনের ব্যবসাকে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারেন। ব্যবসায়ীসহ কতিপয় পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে বার্ষিক উর্নগততার যাই হোক না কেন, প্রজ্ঞাপন দ্বারা মুসক নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামুক্ত করা হয়েছে।

চ) নিবন্ধিত হওয়ার পর, নিবন্ধিত ব্যক্তিকে পণ্যের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। তার সকল বিক্রয়ের জন্য মুসক প্রদান করতে হবে, সার্কেল অফিসে মাসিক দাখিলপত্র (মুসক-১৯) পেশ করতে হবে, মুসক সংক্রান্ত নথিলাপি সংরক্ষণ করতে হবে এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।

২) ব্যবসার স্থান বা পরিষ্কৃতির পরিবর্তন : কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির ব্যবসার স্থান, কার্যক্রম বা পরিষ্কৃতির কোন পরিবর্তন হলে এই পরিবর্তনের অন্যান্য ১৪ (চৌদ্দ) কার্যদিবস পূর্বে মুসক-৯ ফরমে একটি আবেদন সংশ্লিষ্ট সার্কেলে দাখিল করতে হবে। কোন দায়-দেনা অনিস্পন্ন না থাকলে সংশ্লিষ্ট সার্কেল কর্মকর্তার সুপারিশক্রমে বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদন করবেন।

৩) নিবন্ধন বাতিল : কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি নিবন্ধন বাতিল করতে চাইলে মুসক-১০ ফরমে সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে একটি আবেদন করতে হবে। কোন অনিস্পন্ন দায়-দেনা না থাকলে সংশ্লিষ্ট সার্কেল কর্মকর্তার সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা নিবন্ধন বাতিলের আদেশ দেবেন।

৭। কর পরিশোধের সময়

যে সময়ে পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর মুসক পরিশোধ করা আবশ্যিক হয়, তাকে বলা হয় কর পরিশোধের সময়। এই কর পরিশোধের সময় যে হারে কর ধার্য থাকে সে হারেই কর পরিশোধ করতে হয়।

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যা সবার আগে ঘটে সেটিই কর পরিশোধের সময় :

- যখন পণ্য/সেবা অর্পণ (delivery) প্রদান করা হয়;
- যখন পণ্য/সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত চালানপত্র প্রদান করা হয়;
- যখন কোন পণ্য/সেবা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হয় বা অন্যের ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়;
- যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়।

আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের খালাস নেয়ার আগে, শুদ্ধ করাদি পরিশোধের সময়, মুসক পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে বাংলাদেশে সেবার সরবরাহ গ্রহণ করা হলে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন মুসক পরিশোধ করতে হয় এবং সেবা গ্রহীতা মুসক পরিশোধের দায় বহন করেন।

৮। পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মুসক আরোপযোগ্য মূল্য

১) আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য :

আমদানীকৃত কোন পণ্যের শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্যের সাথে আমদানি শুদ্ধ, সম্পূরক শুদ্ধ রেগুলেটরি ডিউটি (যদি থাকে) এবং অন্যান্য শুদ্ধ ও কর (অগ্রিম আয়কর ব্যতীত) ইত্যাদি যোগ করে সমন্বিত মূল্যের উপর মুসক নিরূপণ করা হয়।

২) বাংলাদেশে উৎপাদিত বা সরবরাহকৃত পণ্য/সেবার ক্ষেত্রে মূল্য :

বাংলাদেশের উৎপাদিত বা সরবরাহকৃত পণ্য/সেবার ক্ষেত্রে যে মূল্যের উপর মূলক প্রযোজ্য হবে তা হচ্ছে প্রাইম বা প্রাপ্য মূল্য বা পথ। এ মূল্যের মধ্যে বিক্রোক্তার মুনাফা, কাঁচামালসহ সকল উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক ককসহ সকল তক্ব ও কর (মূল্য সহযোজন কর ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩) মূলক আরোপযোগ্য পণ্যের মূল্য ঘোষণা :

আমদানিকৃত বা উৎপাদিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্য সরবরাহের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীয় কর্মকর্তার নিকট মূসক-১ করমে একটি মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। ঘোষিত মূল্য অথবা কোন পরিবর্তন হলে পুনরায় নূতন মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়।

* ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ফরম "মূসক-১ক" তে উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা সহণ ঘোষণা প্রদান করতে হয়।

* বার্ষিক আমদানিকারক বা ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ফরম "মূসক-১খ" তে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়।

* অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং রক্ষানিকৃত বা রক্ষানিকৃত হিসেবে বিবেচিত পণ্যের ক্ষেত্রে ফরম "মূসক-১গ" তে উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা সহণ ঘোষণা প্রদান করতে হয়।

ঘোষিত মূল্যে বিজ্ঞানীয় কর্মকর্তা কর্তৃক কোন পরিবর্তন, সংশোধন প্রয়োজন হলে উৎপাদনকারীকে তদানী প্রদান করতে হয়। মূল্য ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে মূল্য অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিজ্ঞানীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য বিঘ্যে করনাতা সংস্কৃত হলে মূল্য অনুমোদনের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট আপীল করা যায়। কমিশনারকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদানী প্রহণসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হয়, নতুবা করনাতার আবেদন গৃহীত হলেই মর্মে ধরা হয়। ঘোষিত মূল্য অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদিত মূল্যের উপর মূলক প্রদান করতে হয় এবং যে তারিখে মূল্য ঘোষণা প্রদান করা হয়, সে তারিখ থেকে অনুমোদিত মূল্য কার্যকর হয়।

৯। উপকরণ কর রেয়াত

১) উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ :

মূলক ব্যবস্থায় একজন নিবন্ধিত করদাতা তার পণ্য বা সেবার ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূলক (উপকরণ কর) রেয়াত গ্রহণ করতে পারেন।

২) যে সব ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যায় না :

একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি ব্যবহৃত উপকরণের উপর যে মূলক প্রদান করেন তা-ই উপকরণ কর।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যায় না। যেমন -

- ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- খ) টার্নওভার করের আওতাভুক্ত করদাতার নিকট হতে সংগৃহীত উপকরণের উপর পরিশোধিত টার্নওভার কর;
- গ) পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;
- ঘ) প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোন দফায় পুনঃ ব্যবহারযোগ্য মোড়কের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- ঙ) করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হলেও কোন দালান-কোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুধমীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, পুনঃসংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ, সকল প্রকার আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ইত্যাদি ক্রয় বা মেরামতকরণ, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং সেবার উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর এবং করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন পণ্য ও সেবা এবং তার উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের হারের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর;
- চ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- ছ) পণ্যের করযোগ্য মূল্য ভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর; এবং নির্ধারিত পরিমাণ মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূলক প্রদানকারী ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;

ক) উপকরণ মূল্য ৭.৫০ (সাত দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশ এর অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সরবরাহ মূল্য বৃদ্ধিপূর্বক মূল্য ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত উপকরণের উক্ত বর্ধিত উপকরণ মূল্যের উপর প্রযোজ্য উপকরণ কর।

- খ) সংকুচিত মূল্যভিত্তির ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
গ) ট্যাক্স মূল্যের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
ড) পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীর নিবন্ধনসংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন নিবন্ধন সংখ্যা সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি বা মুসক চালানপত্রে উল্লিখিত উপকরণ কর;
ঠ) অন্যের অধিকারে, দখলে, তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্যের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
ড) ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত মুসক;
ঢ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণ এর ওপর পরিশোধিত মুসক ব্যাংক গ্যারান্টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত;
ণ) একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে উপকরণ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যতীত এক লাক টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের উপকরণ ব্যাবিকিং বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যতীত নগদে ক্রয় করলে এরূপ উপকরণের ওপর পরিশোধিত মুসক।

উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের পূর্বে যে উপকরণের উপর কর রেয়াত গ্রহণ করা হবে তা নিবন্ধিত কারখানার ব্যবসা অঙ্গনে থাকতে হবে এবং এ উপকরণ ক্রয় সংক্রান্ত চালানপত্র বা বিল অব এন্ট্রি তার নিজ নামে এবং তার দখলে থাকতে হবে এবং একই কর মেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করতে হবে। তবে ভুল বশত রেয়াত গ্রহণে অসমর্থ হলে বা বৃদ্ধিসঙ্গত কারণে উপকরণ উৎপাদন, সরবরাহ বা সেবা প্রদান স্থলে প্রবেশ করিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী দুই করমেয়াদের মধ্যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে হবে।

মাসিক লাভিলপত্রে মোট প্রদেয় উৎপাদ কর (output tax) হিসাব করে তা থেকে মোট উপকরণ কর (Input tax) বাদ দেয়া হয়; উৎপাদ করের পরিমাণ উপকরণ করের চেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত নীট কর হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হয়; অন্যদিকে, উৎপাদ করের পরিমাণ উপকরণ করের পরিমাণ কম হলে পরবর্তী করমেয়াদে তা জের হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

৩) আংশিকভাবে রেয়াতযোগ্য উপকরণ কর :

বীমা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিতরণ, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, ওয়াসা, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, যোগানদার, আইন পরামর্শক, পরিবহন ঠিকাদার ও ব্যাবিকিং ও নন ব্যাবিকিং সেবা প্রদানকারী এর ক্ষেত্রে পরিশোধিত মুসক এর ৮০% রেয়াতযোগ্য।

৪) একই সাথে করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবার উৎপাদন বা সরবরাহের ক্ষেত্রে রেয়াতের বিধান : অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের সুযোগ নেই। কোনো করদাতা যদি একই উপকরণ ব্যবহার করে করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা উৎপাদন করেন তবে তিনি করযোগ্য পণ্য বা সেবায় যে উপকরণ ব্যবহার করেছেন শুধু তার উপরই আনুপাতিক রেয়াত পাবেন। প্রতি করমেয়াদের মুসক দাখিলপত্রে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের হিসাব উল্লেখ করতে হবে এবং চলতি হিসাবে আনুপাতিক পরিমাণ রেয়াত বাতিল করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হবে।

৫) ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত উপকরণের ক্ষেত্রে কর রেয়াত :

ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা অন্য কোনভাবে সরবরাহের অনুপযোগী পণ্যের নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা এরূপ পণ্যের নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বাবদ গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত বাতিল হবে। করদাতা চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রে এ মর্মে সমন্বয় করবেন।

১০। শুদ্ধ ও কর প্রত্যর্পণ পদ্ধতি

নিবন্ধিত রপ্তানিকারকরণ তাদের পণ্যের রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর দাখিরপত্রের ভিত্তিতে মুসক ও অন্যান্য শুদ্ধ-করাদি প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া সরাসরি শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (Duty

Exemption & Drawback Office-DEDO) এ প্রত্যর্পণ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রকৃত হার অথবা সমহার (Flat rate) উভয়বিধভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে চলতি হিসাবে প্রত্যর্পণ বাবদ প্রাপ্য অর্থ সমন্বয় করার বিধান আছে।

১১। বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ

১) সংকুচিত ডিভিডেন্ড (মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ডিভিডেন্ডে কর প্রদান) :

সংকুচিত ডিভিডেন্ডের উপর মূল্য প্রদান একটি সহজীকৃত বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সেবার মোট মূল্যের পরিবর্তে মূল্য সংযোজনের পরিমাণকে বিবেচনায় রাখা হয়। সংকুচিত ডিভিডেন্ড পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে কোন সেবার মোট মূল্যের একটি অংশকে করযোগ্য মূল্য হিসেবে ধার্য করা হয় এবং ঐ আংশিক বা ভিত্তি মূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশের মূল্য ব্যবস্থায় কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধের বিধান রয়েছে।

সংকুচিত ডিভিডেন্ডে কর প্রদানকারী কর্তৃক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। তবে সংকুচিত ডিভিডেন্ডের কোন সেবারপ্রদানকারী যদি নিজের জন্য সুবিধাজনক মনে করেন তবে তিনি সংকুচিত মূল্যভিত্তিক পরিবর্তে মোট করযোগ্য মূল্যের উপর ১৫% মূল্য প্রদান করতে পারবেন এবং উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারবেন।

২) ট্যারিফ মূল্য ও প্রদানকারীর কর্তৃক বিবেচনা করে জারীকৃত রোলস বোর্ড যে কোন করযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য বা ক্ষেত্রমত মূল্য ও সম্পূর্ণক শুদ্ধ ধার্যের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। এ সুনির্দিষ্ট মূল্যকেই ট্যারিফ মূল্য বলে। ট্যারিফ মূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্য প্রযোজ্য হয়। ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের সুযোগ নেই।

৩। বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্য (ATV) পরিশোধ :

ক) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূল্য আদায়ের বিধান রয়েছে। এই ব্যবস্থায় আমদানিকৃত পণ্যের পাইকারী/খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে যে মূল্য প্রদেয় হয় তা আমদানি পর্যায়ে শুদ্ধ স্টেশনে অগ্রিম আদায় করা হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য আরোপযোগ্য মূল্যের সাথে আরো ২৬.৬৭% মূল্য সংযোজন করে ৪% হারে অগ্রিম মূল্য আদায় করা হয়ে থাকে।

খ) আমদানিস্তরে মূল্য বা অগ্রিম মূল্য বা উভয়ই পরিশোধ করার পর আমদানি স্টেশন হতে সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রিতে প্রদর্শিত ঠিকানা বা ব্যবসাস্থল সংশ্লিষ্ট পণ্য আনয়নের পূর্বে বা পরে পরবর্তী প্রথম বিক্রয় বা সরবরাহের সময় (নিজস্ব মালিকানাধীন কিন্তু আলাদাভাবে নিবন্ধিত অন্য কোন ব্যবসাস্থল বা পণ্যগারে স্থানান্তরসহ) আমদানি পর্যায়ে ২৬.৬৭ শতাংশ হারে নির্ধারিত মূল্য সংযোজন ও তার ভিত্তিতে ৪ শতাংশ হারে পরিশোধিত অগ্রিম মূল্যকে চূড়ান্ত বিবেচনা করলে উক্ত আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫ শতাংশ মূল্য (যদি প্রযোজ্য হয়) সহ ৪ শতাংশ অগ্রিম মূল্য আনুপাতিক হারে প্রদর্শন, সংশ্লিষ্ট আমদানি বিল অব এন্ট্রির নম্বর, তারিখ ও শুদ্ধ স্টেশনের নাম উল্লেখ করে 'মূল্য-১১' চালান পত্র ইস্যু করা যাবে।

গ) স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্যিক আমদানিকারককে অনুমোদিত মূল্যের ভিত্তিতে, প্রযোজ্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৯ এর বিধান পরিপালন সাপেক্ষে প্রদেয় মূল্য এর বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে। সরবরাহ পর্যায়ে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ বেশি হলে তিনি আইনের ধারা ৬৭ এবং বিধিমালার বিধি ৩৪(ক) ও বিধি ৩৪(খ) অনুসরণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত মূল্য ফেরত দাবি করতে পারবেন।

ঘ) কোনো প্রস্তুতকারক বাণিজ্যিক আমদানিকারকের নিকট থেকে কোনো উপকরণ ক্রয় করলে তিনি উক্ত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য তার কাছে প্রয়োজনীয় দলিলাদি থাকা সাপেক্ষে, রেয়াত হিসাব গ্রহণ করতে পারেন।

ঙ) প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর পরিশোধকারী বাণিজ্যিক আমদানিকারক ব্যতিত অন্যান্য বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ২৬.৬৭ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন হিসাব করে তার উপর ১৫ শতাংশ অর্থাৎ সরবরাহ মূল্যের উপর ৪ শতাংশ হারে মূল্য প্রদান করতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে কোন রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না।

৪। স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক প্রদান :

ক) যে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক মূল্য ঘোষণা প্রদান করা হবে না সে ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ী ত্রীত পণ্য মূল্যের সাথে ২৬.৬৭% মূল্য সংযোজন গণনাপূর্বক বিক্রয় মূল্যের উপর ৪% হারে মূসক পরিশোধ করবেন এবং রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না।

খ) মূল্য ঘোষণা প্রদানকারী ব্যবসায়ীকে প্রকৃত সংযোজনের ভিত্তিতে ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করতে হবে এবং তিনি উপক্ষরণ রেয়াত পাবেন।

প) ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ :

ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী বা দোকানের ক্ষেত্রে, নিম্নোক্ত টেবিলে বিধিকরণে সর্বনিম্ন বার্ষিক মূল্য সংযোজন কর প্রদেয়।

ক্রঃ নং	যে সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য	সর্বোচ্চ বার্ষিক মূল্য সংযোজনের পরিমাণ	মূল্য সংযোজন করের হার	প্রদেয় ন্যূনতম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	৯৩,৩৩৪/- টাকা	১৫%	১৪,০০০/- টাকা
২.	অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	৬৬,৬৬৭/- টাকা	১৫%	১০,০০০/- টাকা
৩.	জেলা শহরের পৌর এলাকা	৪৮,০০০/- টাকা	১৫%	৭,২০০/- টাকা
৪.	দেশের অন্যান্য এলাকা	৪৮,০০০/- টাকা	১৫%	৩,৬০০/- টাকা

এ ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বার্ষিক এককালীন বা মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা যাবে। এক্ষেত্রে পণ্য জাহের দাখিলাদি, ক্যাশ মেমো ও বিক্রয় পুস্তক সংরক্ষণ করতে হবে।

৫। উৎসে মূসক কর্তন :

ক) নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কোন পণ্য বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থায়ন করণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে মূসক উৎসে কর্তন করে তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবেঃ

- সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান
- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)
- ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- লিমিটেড কোম্পানি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- এক কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান

খ) উপরে-উল্লিখিত উৎসে কর্তনকারী উপরে উল্লিখিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে :

- যে সকল ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি নির্ধারিত আছে, সে সকল ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তিতে উৎসে কর্তন করতে হবে।
- যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে ১৫% মূসক প্রযোজ্য, সে সকল ক্ষেত্রে যদি সরবরাহকারী পণ্য সরবরাহের সময় প্রকৃত মূসক-১১ চালানপত্র ইস্যু না করে বা কর পরিশোধের প্রমাণপত্র দাখিল না করে, তাহলে উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান ১৫% হারেই উৎসে কর্তন করবে। ১৫% মূসক প্রদানপূর্বক 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্র দাখিলসহ কোন পণ্য সরবরাহ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে উৎসে কর্তন করতে হবেনা।
- সেবা আমদানির ক্ষেত্রে, যে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা মূল্য পরিশোধ করা হবে, সে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা মূল্য পরিশোধকালে সেবা মূল্যের উপর ১৫% হারে মূসক কর্তন/আদায় করতে হবে।

গ) সকল প্রকার লাইসেন্স, পারমিট, রেজিস্ট্রেশন বা অনুরূপ সুবিধা প্রদানকারী কর্তৃক সুবিধা গ্রহীতার নিকট থেকে উৎসে ১৫% হারে মূসক আদায় করতে হবে।

ঘ) সকল ক্ষেত্রেই উৎসে কর্তনকারী 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করবেন। পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী উৎসে কর্তনের প্রত্যয়নপত্র এবং ট্রেজারি চালানের কপি থাকা সাপেক্ষে কর্তনকৃত মূসক তার দাখিলপত্রে সমন্বয় করতে পারবেন।

(২) নিম্নের ছকে বর্ণিত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত হারে আবশ্যিকভাবে উৎসে মূল্যক কর্তন করতে হবে।

ক্রম নং	সেবার খাত	সেবার শিরোনাম	মূল্যক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	এস ০০২.০০	ডেকোরেশন ও ক্যাটারিং	১৫%
২.	এস ০০৩.১০	মেসার পাড়ির শ্যাডেজ ও ওয়ার্কশপ	৪.৫%
৩.	এস ০০৩.২০	ডকইয়ার্ড	৪.৫%
৪.	এস ০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	৫.৫%
৫.	এস ০০৭.০০	বিজ্ঞাপনী সংস্থা	১৫%
৬.	এস ০০৮.১০	স্থাপনা	১৫%
৭.	এস ০০৯.০০	নির্মাণকারী সংস্থা	১৫%
৮.	এস ০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	১.৫%
৯.	এস ০১০.২০	অনন্য নির্মাণ সংস্থা	
		(ক) ১-১১০০ বর্গফুট পর্যন্ত	১.৫%
		(খ) ১১০১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত	২.৫%
		(গ) ১৬০১ হতে অধিক	৪.৫%
১০.	এস ০১৪.০০	ইন্ডেন্টিং সংস্থা	১৫%
১১.	এস ০২০.০০	ভাড়া নিষ্পত্তি সংস্থা	১৫%
১২.	এস ০২১.০০	প্রাপ্ত বা মূলধনী বহুপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
১৩.	এস ০২৮.০০	কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	১৫%
১৪.	এস ০৩১.০০	পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মোহামত বা সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা	১৫%
১৫.	এস ০৩২.০০	কনসালট্যান্সী ফার্ম ও সুপারভাইজারী ফার্ম	১৫%
১৬.	এস ০৩৩.০০	ইন্টারনাল	১৫%
১৭.	এস ০৩৪.০০	অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম	১৫%
১৮.	এস ০৩৭.০০	সোর্সিং প্রদানকারী (Procurement Provider)	০%
১৯.	এস ০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১৫%
২০.	এস ০৪৫.০০	আইন পরামর্শক	১৫%
২১.	এস ০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার	
		(ক) পেট্রোলিয়ামভিত্তিক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	২.২৫%
		(খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	৪.৫%
২২.	এস ০৪৯.০০	হানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২৩.	এস ০৫০.১০	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনের বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন	১৫%
২৪.	এস ০৫০.২০	গ্রাফিক ডিজাইনার	১৫%
২৫.	এস ০৫১.০০	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১৫%
২৬.	এস ০৫২.০০	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২৭.	এস ০৫৩.০০	বোর্ড সত্বার প্রদানকারী	১৫%
২৮.	এস ০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%
২৯.	এস ০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
৩০.	এস ০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৪%
৩১.	এস ০৬৫.০০	অনন্য মেসেজিং ও অফিস পরিচালনা/প্রকলাবেক্ষণকারী সংস্থা	১৫%
৩২.	এস ০৬৬.০০	স্টাফিং টিমিং বিক্রয়কারী	১৫%
৩৩.	এস ০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%
৩৪.	এস ০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা বাবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%
৩৫.	এস ০৯৯.১০	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)	৪.৫%
৩৬.	এস ০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%
৩৭.	এস ০৯৯.৩০	স্পনসরশীপ সেবা (Sponsorship Services)	৭.৫%

১২। কর চালানপত্র

১) বিধি-বিধান ও পদ্ধতি :

ক) কর চালানপত্র মূসক ব্যবস্থায় স্বল্পত্বপূর্ণ দলিল। মূসক ফরমসমূহ যেমন মূসক-১১, মূসক-১১ক, মূসক-১১গ, মূসক-১১ঘ কর চালানপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূসক নিবন্ধিত যেকোন ব্যক্তিকে তার করযোগ্য পণ্য বা সেবার সফল সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক চালানপত্র ইস্যু করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ এবং মূসক প্রদানের প্রমাণপত্র হচ্ছে এই চালানপত্র। প্রতিটি সরবরাহের জন্য পৃথক মূসক চালানপত্র ইস্যু করতে হয়। চালানপত্র ইস্যুকরী ফরমে বর্ণিত তথ্যাদি ছাড়াও তার প্রয়োজনে অন্য কোন তথ্য এই চালানপত্রে লিখতে পারেন। পণ্য বা সেবা ক্রয় কালে মূসক চালানপত্র চেয়ে নেয়া ফ্রেডা বা ডেজার নৈতিক দায়িত্ব।

খ) কিছুই কার্বন ব্যবহার করে মূসক চালানপত্র তিন কপিতে প্রস্তুত করতে হয় এবং তা বিতরণ করা হয় নিম্নোক্তভাবে :

- মূল কপি পণ্য বা সেবার ক্রেতাকে এবং তা পণ্য/সেবার গন্তব্য পর্বতে সাথে থাকতে হবে।
- দ্বিতীয় কপি পণ্য সরবরাহের পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে (সার্কেল অফিস) প্রেরণ করতে হবে।
- তৃতীয় কপি সরবরাহকারী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন।

গ) করদাতা প্রতিষ্ঠান নিজে কোন পণ্য বা সেবা তৈরি/ব্যবহার করলেও দিনের শেষে স্বনামে একটি সম্মিলিত চালানপত্র ইস্যু করবেন। এই চালানপত্রের মূল ও কৃত্রিম অনুলিপি পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থলে বা ব্যবসায়স্থলে রাখবেন এবং দ্বিতীয় অনুলিপি পণ্য সরবরাহের পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করবেন। করদাতা সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারের অনুমোদনক্রমে কম্পিউটারের মাধ্যমে কর চালানপত্র ইস্যু ও সংরক্ষণ করতে পারেন।

ঘ) কিছু প্রতিষ্ঠান যথাঃ হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন পার্কার, কমিউনিটি সেন্টার, মেট্রোপলিটন এলাকার অভিজাত শপিং সেন্টারের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জেনারেল স্টোর, অন্যান্য বড় ও মাঝারী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার, স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী এর ক্ষেত্রে Electronic Cash Register (ECR)/Point of Sales(POS) ব্যবহার পূর্বক মূসক চালানপত্র ইস্যু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ঙ) কিছু সেবার ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী মূসকসহ (tax inclusive) কর চালানপত্র প্রদান করতে পারেন; এক্ষেত্রে কর চালানপত্রে তাকে মূসক এর পরিমাণ আলাদাভাবে দেখাতে হয় না। মূসকসহ মূল্যকে ভ্যাট ফ্যাক্টর (১৫% হারে মূসক প্রদানের সময় ৩/২৩) দিয়ে গুণ করে মূসক এর পরিমাণ পাওয়া যায়।

২) ডেবিট ও ক্রেডিট নোট :

পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের পর কোন কারণে তা আংশিক বা সম্পূর্ণ ফেরত আসলে অথবা যেক্ষেত্রে চালানপত্রে প্রকৃত করের তুলনায় অধিক কর উল্লিখিত হয় সেক্ষেত্রে চালানপত্রটি বাতিল করে 'মূসক-১২' ফরমে একটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে। তবে, পণ্য সরবরাহের ৯০ দিন পর অথবা পণ্যের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে পণ্য ফেরৎ আনা হলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না। অন্যদিকে চালানপত্রে প্রকৃত করের তুলনায় কম পরিমাণ কর উল্লিখিত হলে চালানপত্রটি বাতিল করে 'মূসক-১২ক' ফরমে একটি ডেবিট নোট ইস্যু করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হবে। ডেবিট নোট বা ক্রেডিট নোট এর একটি অনুলিপি পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৩। হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি

মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তার নিজস্ব বাণিজ্যিক দলিলের পাশাপাশি মূসক বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত দলিলাদি নির্ধারিত ছক অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হয়। যেমন- ক্রয় হিসাব পুস্তক (ফরম মূসক-১৬), বিক্রয় হিসাব পুস্তক (ফরম মূসক-১৭) ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব পুস্তকের পাশাপাশি একজন নিবন্ধিত প্রস্তুতকারক এবং রেয়াত গ্রহণকারী সেবা প্রদানকারীকে নির্ধারিত ফরমে চলতি হিসাব পুস্তক (ফরম মূসক-১৮) সংরক্ষণ করতে হয়। এই চলতি হিসাব পুস্তকে তার যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয়, উপকরণ কর রেয়াত ও ট্রেজারিতে জমার পরিমাণ

লিপিবদ্ধ থাকে। মূলক দাখিলপত্র (মূসক-১৯) জমা দেওয়ার সমস্ত চলতি হিসাবের একটি অনুলিপি জমা দিতে হয়। তবে সেবা প্রদানকারী (সিনেমা হল ব্যতীত) করদাতাদের জন্য চলতি হিসাব সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। একজন করদাতাকে ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি ছয় বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়। তবে কোন আইনী কার্যক্রম চলতে থাকলে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উক্ত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪। মূলক দাখিলপত্র :

মূলক দাখিলপত্র বা বিটার্ণ হচ্ছে এমন একটি দলিল যেখানে একজন করদাতা একটি নির্দিষ্ট করমেয়াদে তার যাবতীয় করদায়িত্বের হিসাব প্রদর্শন করেন। প্রদেয় করের পাশাপাশি এই বিটার্ণে যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব দেখানো হয়।

নির্ধারিত করদাতাকে প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের দাখিলপত্র (ফরম মূসক-১৯) দুইটি অনুলিপি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দাখিলপত্রসহ স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর অফিসে জমা দিতে হয়। স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষাপূর্বক প্রত্যয়নকৃত অনুলিপি ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করবেন এবং মূল অনুলিপিটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। ১৫ তারিখ দুটির দিন হলে তার পূর্ববর্তী কর্যদিবসে জমা প্রদান করতে হবে। ঊর্ধ্বমত বীমা কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র জমা দেওয়ার বিধান আছে। সাধারণভাবে একটি দাখিলপত্র একটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাসের জন্য প্রযোজ্য।

১৫। কর পরিশোধ

বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখাসমূহে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদেয় কর পরিশোধ করতে হয়। ট্রেজারি চালানের কপি হয় তিনটি। ট্রেজারি চালানে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের হিসাব কোডসহ অন্যান্য হিসাব কোড সঠিকভাবে লিখতে হয়। করদাতা কর্তৃক সংরক্ষিত চলতি হিসাব নামক রেজিস্টারের জমার ঘরে ট্রেজারিতে জমাকৃত টাকার হিসাব রাখা হয়। সরকারি কোষাগারে প্রদেয় কর জমা দেবার প্রমাণ হিসাবে সেবার ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের সাথে ট্রেজারি চালানের কপিও সংযুক্ত করতে হয়।

ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেটের জন্য প্রযোজ্য জমা কোড :

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) : ১/১১৩৩/০০১০/০৩১১

সম্পূরক শুল্ক (পণ্য) : ১/১১৩৩/০০১০/০৭১১

সম্পূরক শুল্ক (সেবা) : ১/১১৩৩/০০১০/০৭২১

টার্ণওভার কর : ১/১১৩৩/০০১০/০৩১৩

আবগারী শুল্ক : ১/১১৩৩/০০১০/০৬০১

অর্থদণ্ড : ১/১১৩৩/০০১০/১৯০১

১৬। অপরাধ ও দণ্ড

মূল্য সংযোজন কর আইনের কোন ধারা, বিধি বা কোন আদেশ ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে। কারণ দর্শানো নোটিশ জারী ও শুনানীর সুযোগ প্রদান না করে কোন দণ্ড আরোপ করা হয় না।

১৭। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) :

কোন আইনগত বিরোধ আইনি স্বাভাবিক বিচারিক ও আপিল প্রক্রিয়ার বাইরে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির পদ্ধতিকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বলা হয়। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারে, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকাতে জুন, ২০১২ হতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবসা-বান্ধক পরিবেশে রাজস্ব আহরণ অধিকতর গতিশীল করাই এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (Alternative Dispute Resolution-ADR) কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১- এর অধীন কোন মামলা- যে পর্যায়ে বা যে আদালতেই বিচারাধীন হোক না কেন; এবং মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত যে কোন আপত্তি ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে। এটি

একটি বিকল্প ও ঐচ্ছিক (Optional) ব্যবস্থা। জনস্বার্থ বা ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা, বিরোধ, অসত্য ঘোষণা বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহের মাধ্যমে করা ফাঁকির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা বা বিরোধ এবং জনস্বার্থে সাধারণ বিচারিক প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন, এরূপ আইনগত বিষয় ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। বিরোধীয় মূল্য যাই হোক না কেন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আওতার আলা যাবে। বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ADR এর Facilitator নির্বাচন এবং তাঁদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে।

২) বিরোধীয় বিষয়টি যে কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারার্থীন সে কর্তৃপক্ষের নিকট বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। তবে সূত্রীম কোর্টের আংশীক বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগের বিচারার্থীন মামলার ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বাজির আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা যাবে।

৩) মুসক বিষয়ে জ্ঞানী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ বাজিরদের থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ফেডারেশন চেম্বার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারিত প্যানেলের একজন নিরপেক্ষ Facilitator বা সহায়তাকারীর সেতুত্বে ও পরিসালনায় করদাতা নিজে সরাসরি মুসক কর্তৃপক্ষের সাথে সামান্য-সামান্য বসে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।

৪) যথাস্থ তথ্য, ডকুমেন্ট ও সত্য প্রকাশের মাধ্যমে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যে (Agreement) পৌঁছানো/পিচ্ছাঙ্ক গ্রহণ করলে তা বাস্তবায়ন করা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। মিথ্যা ডকুমেন্টস নিজে বা মিথ্যার আশ্রয় নিজে লিঙ্কস নিজে তা বাস্তবায়নযোগ্য হবে।

৫) ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন পক্ষই আপীল করতে পারবে না। এতে স্বল্প সময়ে পরাম্পরের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে ও উভয়ের সহযোগিতায় বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। এর ফলে ব্যবসায়িক ব্যয়-হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আহরণ অধিকতর গতিশীল হয়।

৬) মুসক কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারার্থীন বিরোধের ক্ষেত্রে আবেদনের তারিখ হতে ত্রিশ (৩০) দিন এবং আপীল, আংশীকাত ড্রাইবুন্ডল বা অন্য যে কোন আদালতে বিচারার্থীন বিরোধের ক্ষেত্রে ষট (৬০) দিনের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি না হলে প্রচলিত ব্যবস্থায়ই বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে।

৭) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪১ক থেকে ধারা-৪১ট এবং মূল্য সংযোজন কর (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ দেখা যেতে পারে।

১৮) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২

মুসক ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ বাংলাদেশের মুসক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবে। এতে রয়েছে সম্মানিত করদাতাদের জন্য নানামুখী সুবিধা। এই আইনে করদাতাগণ রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ, রিটার্ন দাখিল, কর পরিশোধ, রিফান্ড আবেদন, আপীল দায়ের ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবেন অনলাইনে। তাঁদের আর মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে না। করদাতার ধার্যকৃত মূল্যই অর্থাৎ প্রকৃত বিনিময় মূল্যই (Transaction Value) পণ্য সরবরাহ করা যাবে, যাতে মুসক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রিপেইড টেলিকম সেবা, লটারী ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে ছাড়কৃত মূল্য (Discount) গ্রহণযোগ্য হবে। চলতি হিসাবের আনুষ্ঠানিকতাও এই আইনে থাকছে না। মাস শেষে সকল করদায়িত্ব করদাতাই নিরূপণ করবেন এবং সমন্বয় শেষে প্রযোজ্য নীট কর পরিশোধ করবেন। নতুন আইনে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্র ও সীমা বিস্তৃত করা হয়েছে এবং পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে। প্রত্যর্পণ ও রিফান্ড প্রাপ্তির পদ্ধতিও সহজ করা হয়েছে। কোন করদাতার বার্ষিক টার্নওভার ২৪ লক্ষ টাকার নিচে হলে তাঁকে কোন ধরনের কর প্রদান করতে হবে না। তবে বার্ষিক টার্নওভার ২৪ লক্ষ টাকা হতে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে তাঁকে ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে বার্ষিক টার্নওভার ৮০ লক্ষ টাকার বেশি হলে তাঁকে নিয়মিত হারে মুসক প্রদান করতে হবে। এ আইনে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মুসক আমদানী স্তরে অগ্রিম আদায়ের বিধান নেই। সকল ক্ষেত্রে ৩% হারে আগামকর আদায় হবে এবং যা পরবর্তীতে সমন্বয়যোগ্য হবে। আধুনিক ও করবান্ধব এই আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সম্মানিত মুসক দাতাগণ সহজ উপায়ে মুসক সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করতে পারবেন।

নতুন এ আইনটি ২০১৬ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

**কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা ও এর
অধীন দপ্তরসমূহের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা:**

ক্র. নং	দপ্তরের নাম	দপ্তরের ঠিকানা	ফোন নম্বর	ই-মেইল ঠিকানা
১.	কমিশনারের কার্যালয় কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ) অঞ্চল	আইডিইবি ভবন, ১৫০/এ কাকরাইল, ঢাকা	৯৫১১৮১১-৪	cevdhksouth@yahoo.com officecevdhouth@googlegroup.com www.cevdca.gov.bd
২.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট মহিলাধিকার বিভাগ	সোনা কমপ্লেক্স (৩য় তলা) ২৪, জোপখানা রোড, ঢাকা	৯৫৬৪ ৭৪৮	cevmorjheelcircle@gmail.com
৩.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট মহিলাধিকার সার্কেল	সোনা কমপ্লেক্স (৩য় তলা) ২৪, জোপখানা রোড, ঢাকা	৯৫৬১৪০২	cevmoricircle@gmail.com
৪.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট স্বাক্ষরনা সার্কেল	সোনা কমপ্লেক্স (৩য় তলা) ২৪, জোপখানা রোড, ঢাকা	৯৫৭০১৪৪	cevmrajbaghcircle@gmail.com
৫.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট আনামনা সার্কেল	সোনা কমপ্লেক্স (৩য় তলা) ২৪, জোপখানা রোড, ঢাকা	৯৫১৪২২৫	cevmrambagcircle@gmail.com
৬.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট স্বাক্ষরনা সার্কেল	সোনা কমপ্লেক্স (৩য় তলা) ২৪, জোপখানা রোড, ঢাকা	৯৫৭৮০৪৪	cevmrampur@gmail.com
৭.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট সেফলপাড়া সার্কেল	১৫৯, শহীদ সৈয়দ নূরুল ইসলাম সড়কী, পুরান পট্টন রাস্তা।	৯৫৭০২১৮	cevmorjheelcircle@gmail.com
৮.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট সেফলপাড়া সার্কেল	১২০, শহীদ সৈয়দ নূরুল ইসলাম পার্বতী সড়ক, মনোহর, ঢাকা	৯৫৬৪৫৩৬	cevmaguncircle@yahoo.com
৯.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট নিজস্বস্বী সার্কেল	১২০, শহীদ সৈয়দ নূরুল ইসলাম পার্বতী সড়ক, মনোহর, ঢাকা	৯৫৫১৩৭১	cevmhiddwaycircle@gmail.com
১০.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট ফুলবাড়িয়া সার্কেল	১৫৯, শহীদ সৈয়দ নূরুল ইসলাম সড়কী, পুরান পট্টন রাস্তা।	৯৫৭০২৩১	cevmfulbariacircle@yahoo.com
১১.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট পট্টন সার্কেল	১৫৯, শহীদ সৈয়দ নূরুল ইসলাম সড়কী, পুরান পট্টন রাস্তা।	৯৫৭০২১৮	cevmpttdcircle@gmail.com
১২.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কোরণাও সার্কেল	১৫৭/১, ২, পুরান বিমান সড়ক সড়ক, বিরাট নগরী মেডু, ঢাকা	৯১৫৪১৫৫	cevmkoronaw@gmail.com
১৩.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কোরণাও সার্কেল	৫০৬/এ, সিটি হিওরওইচএল রোড নং-৩৫ মহাখলি, ঢাকা	৯৫১১৮১১	cevmtejcircle@gmail.com
১৪.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কোরণাও সার্কেল	৫০৬/এ, সিটি হিওরওইচএল রোড নং-৩৫ মহাখলি, ঢাকা	৯৫১১৮১১	cevmtejcircle@gmail.com
১৫.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কাওরান বাজার সার্কেল	১৫৭/১, ২, পুরান বিমান সড়ক সড়ক, বিরাট নগরী মেডু, ঢাকা	৯১০৩১৪৪	cevmkaranbazarcircle@gmail.com
১৬.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কাওরান বাজার সার্কেল	১৫৭/১, ২, পুরান বিমান সড়ক সড়ক, বিরাট নগরী মেডু, ঢাকা	৯১০৩১৪৪	cevmkaranbazarcircle@gmail.com
১৭.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট ধানমন্ডি বিভাগ	বাড়ি-৪৯, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা	৯১৪৫৫৮১	cevmhandwa@yahoo.com
১৮.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট ধানমন্ডি সার্কেল	বাড়ি-৪৯, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা	৯১২৫৩৩৩	cevmhanching@yahoo.com
১৯.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট রাস্তার বাজার সার্কেল	বাড়ি-৪৯, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা	৯১২৫৩৩৩	cevmrajcircle@yahoo.com
২০.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ড্র্যাট কর্তাল বাপান সার্কেল	বাড়ি-৪৯, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা	৯১২৫৩৩৩	cevmkathaling@yahoo.com

ক্র. নং	সঙ্ঘের নাম	সঙ্ঘের ঠিকানা	ফোন নম্বর	ই-মেইল ঠিকানা
৭	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট শিল্পক্ষেত্র সার্কেল	বাড়ি-৪৯, পোতা-৯/এ, বননদি, ঢাকা	৯১২৯৮৫৬	cewmidre@yahoo.com
৪.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট সাজবাগ বিভাগ	২৭/২ সালেখরী রোড সাজবাগ, ঢাকা	৯৫৭৪৮৯০	cewlebagdir@yahoo.com
৫	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট আভিযন্ত্র সার্কেল	৩০২/৩ শানবাগ রোড আভিযন্ত্র, ঢাকা	৮৯২৫২৪৯	cewadncley@gmail.com
৬	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট ইমামগঞ্জ সার্কেল	৫৯/১৪, কেদার মোড় বাজার, সাজবাগ, ঢাকা	৯৬১৫১৪৭	cewimamgongjircle@yahoo.com
৭	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট কেরানীগঞ্জ সার্কেল	ভিলভিরা চিনপাড়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৭৭৭২১৯৭	keranigongjirdre11@gmail.com
৮	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট হসনাবাদ সার্কেল	শ্রীন কমপ্লেক্স (৩য় তলা) হার্বী আঃ বাবেক রোড আশানগর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৭৭৬৪৪০৪	cewhensbedordre@gmail.com
৯.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট সেন্সরগণী বিভাগ	৪/এ ইংলিশ রোড (৪র্থ ও ৫ম তলা) ঢাকা	৭১১০০১৫	cewkotodive@yahoo.com
১০	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট আবহামানিচোলা সার্কেল	২-৪/১, ইংলিশ রোড ঢাকা	৭১১৫৭২৪	amanitoleordre@gmail.com
১১	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট কপোল সার্কেল	২, মর্ফ সাইথ রোড কপোল, ঢাকা	৭১১৭২৬২	cewbangshal1991@gmail.com
১২	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট ঢকনাজার সার্কেল	৫, ইংলিশ রোড (৪র্থ তলা) ঢাকা	৯৫১২৫৮৮	chakbazarcircle@gmail.com
১৩	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট বকশীবাজার সার্কেল	৯০, কংটির বগান রোড সাজবাগ, ঢাকা	৯৬৫০১১২	bakshibazarg@gmail.com
১৪.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট নারায়ণগঞ্জ বিভাগ	এইচ অর কমপ্লেক্স, (২য় তলা), মিনারী, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সিলেট রোড, নারায়ণগঞ্জ	৭৬৫০৫১৯	cewngor(dhva@yahoo.com
১৫	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট নারায়ণগঞ্জ সার্কেল	এইচ অর কমপ্লেক্স, (২য় তলা), মিনারী, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সিলেট রোড, নারায়ণগঞ্জ	৭৬৫০৪৫৬	cewnarayanngjircle@gmail.com
১৬	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট ফতুল্লা সার্কেল	এইচ অর কমপ্লেক্স, (২য় তলা), মিনারী, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সিলেট রোড, নারায়ণগঞ্জ	৭৬৫২০৫২	cewftulldre@yahoo.com
১৭	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট হাঙ্গীপাড়া সার্কেল	এইচ অর কমপ্লেক্স, (২য় তলা), মিনারী, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সিলেট রোড, নারায়ণগঞ্জ	৭৬৫০৫৫২	cewligongjircle@yahoo.com
১৮	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট এনায়েতনগর সার্কেল	এইচ অর কমপ্লেক্স, (২য় তলা), মিনারী, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সিলেট রোড, নারায়ণগঞ্জ	৭৬৪৫৮৬০	cevensayetnagorcicle@yahoo.com
১৯.	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট মুন্সিগঞ্জ বিভাগ	৯ম ৯ম টিকায়ত ৪৮০, হাটপাখীপাড়া, মুন্সিগঞ্জ	৭৬২০৭১১	cewmunshigongjircle@gmail.com
২০	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট মুন্সিগঞ্জ সার্কেল	১২০, খালস্টেট (২য় তলা) মুন্সিগঞ্জ	৭৬২০৫৫১	cewmunshigongjircle@gmail.com
২১	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট শাজদিয়া সার্কেল	কপোল রোড, কবের চর শাজদিয়া, মুন্সিগঞ্জ		cewgcircle@yahoo.com
২২	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট শ্রীনগর সার্কেল	বুড়ুর সিনেমা হল রোড শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ		cewshreenagor@gmail.com
২৩	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও জাট শিরাউদিয়া সার্কেল	ইছাপুরা বাজার শিরাউদিয়া, মুন্সিগঞ্জ		cewstrajdkhancircle@gmail.com

Revenue for the People



Management Standards

for
Good Governance
by
Modern Management Framework

5Cs for improving
relationship at all levels

- C Cooperation
- C Coordination
- C Coherence
- C Commitment
- C Courage

QTTT for total
quality management

- Q Quantity
- Q Quality
- T Timeliness
- T Transparency
- T Teamwork

5Fs for focusing on
our core function

- F Fund
- F Function
- F Functionary
- F Facilitation
- F Freedom

5 Is for key result areas

- I Increased Revenue
- I Improved Office Management
- I Impressive Stakeholder's Relations
- I ICT as an Enabler
- I Integrity in the Management

With a view to achieving the
revenue target of the fiscal year of
2015-2016

We have to follow 5Ps

- P Political Guidance
- P People
- P Partnership
- P Planning
- P Performance

**Zero Tolerance against Corruption, Harassment,
Indiscipline and Misconduct**

**National Board of Revenue (NBR)
IRD, Ministry of Finance**

কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা

আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ কাকরাইল, ঢাকা • ফোন: ৮৩১১৮১১-৪, ফ্যাক্স: ৮৩১৫৪৫৯

ই-মেইল: cevdhksouth@yahoo.com, ওয়েবসাইট: www.cevdsc.gov.bd

 facebook.com/cevdsc